শতাব্দীর কলকাতা

SHATABDIR KOLKATA

A Fortnightly Bengali Newspaper • বর্ষ-১০, সংখ্যা-২৩ • ১ এপ্রিল ২০২৬ • Vol-10, Issue-23; 1 April 2026 • মূল্য- ১টাকা

সুবিধা নিলেই মৃত্যুর বিচার হবে কি!

সঞ্জীব চাকী

সালটা ২০২৪ অগস্ট মাস। আর জি কর হাসপাতালে মহিলা ডাক্তারের মৃত্যু। সারা পৃথিবীর বাঙালি রাস্তায়। সঙ্গে ডাক্তাররা। "প্রতিবাদ চলছে চলবে। খুনির শাস্তি চাই"। দীর্ঘ কয়েকমাস চললো আন্দোলন। বাদ গেল না রাজ্যের বিরোধী দলগুলোর ঘোলা জলে মাছ ধরা। এর মধ্যে কেটে গেল একটা বছর। আবার এসে গেল লোকসভার পরে বিধানসভা ভোট উৎসব। শুরু প্রার্থীদের ভোট প্রচার। এরই মধ্যে অভয়ার এলাকার বিজেপি হবে প্রার্থী হয়েছেন তার মা। আপনি প্রার্থী হয়েছেন খুব ভালো। এটা কি খুব দরকার ছিল? আপনি কি বিধায়ক হয়ে বিচার চাইবেন। একটি দল আপনাকে রাজনীতিতে আসতে বললো আর আপনি দাঁড়িয়ে গেলেন। তাহলে ওই মানুষগুলোর আন্দোলন চিৎকার পরিশ্রম ধুলোয় মিশলো কি। যে মানুষগুলো আপনার মেয়ের বিচারের দাবিতে রাস্তায় নেমে আপনার পাশে ছিল। আপনাকে সম্মান জানিয়ে বলছি ভোটে না দাঁড়িয়েও বিচারের জন্য লড়তে পারতেন।

যদি বিগতদিনে বাংলায় পরিসংখান দেখেন তাহলে ভোটে দাঁড়িয়ে কেউ বিচার পায়নি। সে রিজানুর থেকে কামদুনি। যাদের মৃত্যু হয়েছে তারা বিচার পায়নি কিন্তু তাদের পরিবারের লাভ হয়েছে। রিজানুরের মৃত্যুর পর প্রচুর আন্দোলন হয়েছে মায়ের কোল খালি হয়েছে। ভাই বিধায়ক হয়েছে। অন্যদিকে কামদুনি ধর্ষণ কাণ্ডের পর প্রচুর আন্দোলন হয়েছে। কোল খালি হয়েছে সেই মায়ের। লাভ হয়েছে বাবা, দাদা, ভাই ও তাঁদের পরিবারের অন্যদের। সবাই সরকারী চাকরি পেয়েছে। বুক ফাটছে মায়ের আজও বুকে কান্না জমে রয়েছে। কামদুনিতে শুধু পরিবারের লাভ হয়নি, যারা আন্দোলন করেছিলো তাঁদের মধ্যে অনেকের লাভ হয়েছে। একজন তো বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন হাড়োয়ায়। আর একজন প্রধান প্রতিবাদী সদ্য বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। শোনা যাচ্ছে ভোটের আগে কোনো আসনে প্রার্থী হতে পারেন। ধর্ষিতার বিচার কি হল তাতে! কামদুনি আর পানিহাটি দুটি জায়গায় দুরকম তফাৎ। কামদুনির 'মা' আজও অসহায় আর পানিহাটির অভয়ার 'মা' বিজেপির প্রার্থী। সব দলকে অসম্মান না করে বলছি আপনারা এই সব পরিবারের মানুষদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে রাজনীতি করবেন না। ওনাদের পাশে থাকুন ও সঠিক বিচার পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন এটাই কাম্য।

মধ্যমগ্রামে রথীন ঘোষকে কি ওয়াকওভার বিরোধীদের!

পৃথা ঘোষ

ভোট প্রচারে নেমে পড়ছেন তিন বারের বিধায়ক তথা খাদ্যমন্ত্রী মধ্যমগ্রামের হেভিওয়েট তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রথীন ঘোষ। কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো টোটোতে চড়ে মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ করছেন তিনি। তার বিরুদ্ধে নামকেবাসতে প্রার্থী দিয়েছে আইএসএফ, কংগ্রেস, এস ইউসিআই ও জেডিইউপি। বিরোধীদের মধ্যে আই.এস. এফ. প্রার্থী দেওয়ায় ক্ষুদ্ধ ফরোয়ার্ড ব্লক। বিজেপি না বিরোধীরা? প্রশ্ন তো থেকেই যাচ্ছে। প্রচারে বেরিয়ে রথীন ঘোষকে ঘিরে যে জন উল্লাস দেখা গেছে শিশু থেকে বয়স্ক তা অত্যন্ত চোখে পড়ার মতো। কেউ গলায় মালা পরিয়ে, কেউ পুষ্প স্তবক দিয়ে, কেউ মিষ্টি খাইয়ে যেভাবে রথীন ঘোষ কে স্বাগত জানিয়েছে, তাতে ভোটের আগেই বিজয়ী হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন মধ্যমগ্রামবাসী। তিনবার বিধায়ক থাকাকালীন প্রভূতজন কল্যাণমূলক অনেক কার্য সম্পাদন করেছেন রথীন ঘোষ। এবারে নির্বাচনে জিতলে কি কি কাজ সম্পাদন করবেন সেই প্রশ্নে তিনি জানান "সারা বছর মানুষের সঙ্গে ছিলাম আমার বিশ্বাস মানুষ আমাকে আশীর্বাদ করবে। সেই আশীর্বাদকে মাথায় নিয়ে

এখনো কোনো প্রার্থী দিতে পারেনি। আর কবে দেবেন সেটাই এখন দেখার। কিন্তু তৃণমূল ছাড়া বিরোধী প্রার্থীদের মধ্যে ভোট প্রচারে কাউকেই সেইভাবে দেখা যায়নি। তাহলে কি ভোটের আগেই বিরোধীরা ওয়াকওভার দিল রথীন ঘোষকে, তাই কি আর প্রচারে বেরিয়ে সময় নষ্ট করতে চাইছে আগামীদিনে বিধানসভায় কাজ করবো। আরো কিছু কাজ বাকি আছে সেগুলো করতে হবে। মানুষের চাহিদা মাথায় রেখে কাজ করবো সেটাই মূল উদ্দেশ্য। " বিরোধীদের অবস্থান সম্পর্কে তিনি বলেন "বিরোধী তো থাকবেই কিন্তু আমাদের জয় অবসম্ভাভিক। "

ব্যালট বক্সেই উচিত জবাব দেবে জনগণ

সুকুমার মণ্ডল

জনজীবনকে বিপর্যস্ত করার মোক্ষম বান ছুঁড়ে ছিলেন বিজেপি সরকার। এই বানে রীতিমতো বাঙ্গালীদের নিপীড়ন করা হয়। এসআইআর নামের সেই কলঙ্কিত তীরে বিদ্ধ হয় বহু বৈধ ভোটার। ২৮ শে ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বিবেচনাধীন তালিকায় ৬০ লক্ষ মানুষের নাম আসে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন বাংলার অগ্নিকন্যা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৩ শে মার্চ নিষ্পত্তি হয় ২৯ লক্ষ। ২৪ শে মার্চ নাম জানা যায় যায় ১০ লক্ষ। বিচারকদের ই - সই না হওয়ায় আটকে ১৯ লক্ষ।

২৭ শে মার্চ দ্বিতীয় তালিকায় প্রকাশিত নাম ২০ লক্ষ। এই তালিকায় আগের ১৯ লক্ষের নামও আছে। ২৭ শে মার্চ দ্বিতীয় তালিকা পর্যন্ত ভোট নিষ্পত্তি ৩৭ লক্ষ। ই- সইয়ের জটে এখনো আটকে ৭ লক্ষ। নিষ্পত্তির বাকি ২৩ লক্ষ। প্রথম অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশিত হয় কয়েকদিন আগেই।

এরপর তিনি দ্বিতীয় বান ছুঁড়ে বাংলার মানুষকে রীতিমতো গ্যাসের যন্ত্রণায় বুকে ব্যথা ধরিয়ে দিলেন। তবে মসলাদার খাবার খেয়ে গ্যাসের ব্যথা নয়। এই গ্যাস রান্নার গ্যাস।

যুদ্ধ হচ্ছে। রান্নার গ্যাসের আকাল যে পড়বে, এ কথা তো জানাই ছিল। তবে কেন আস্ফালন সর্বস্ব বিবেচনাহীন মোদি সরকার পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্যাস মজুদ করলেন না। আর তার এই মুর্খামীর জন্য বাংলার জনগণের হেঁসেলে চুলা বন্ধ হওয়ার যোগাড় হয়েছে। হোটেল রেস্টুরেন্ট বন্ধ হতে যাচ্ছে। হাসপাতালের ক্যান্টিন, বিভিন্ন স্কুলের মিড ডে মিল, ধর্মীয় মন্দির, মসজিদ, গুরুদুয়ারা খাবার বন্ধের মুখে। অসংখ্য দুস্থ দরিদ্র মানুষ এই ধরনের ধর্মীয় স্থান থেকে দুবেলার খাবার পেতেন। আজ তারা উপবাসে রয়েছেন। অথচ নরেন্দ্র মোদি "সবকে সাথ সব কে বিকাশ" এই স্লোগান দিয়ে ৩৬ ইঞ্চি বুক ফোলাচ্ছেন। বাস্তবে মানুষ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছেন। এবার তিনি তৃতীয় বান ছুঁড়লেন ডিজেল, পেট্রোলের ভারসাম্য তলানিতে ঠেকিয়ে। যেকোনো দিন গ্যাসের মত ডিজেল পেট্রোলেও ঘাটতি পড়তে পারে। জনজীবন কে বিপর্যস্ত করার যত রকম অস্ত্র আছে, সব মজুত আছে মোদি সরকারের কাছে। তাই একটার পর একটা অস্ত্র ব্যবহার করে বাঙালি অস্মিতা নষ্টের ঘৃণ্য চক্রান্তে মেতে উঠেছে বিজেপি সরকার। ব্যালট বক্সেই এদের উচিত জবাব দেবে জনগণ।

শতাব্দীর
কলকাতা

সম্পাদকীয়

১৮ চৈত্র ১৪৩২
১ এপ্রিল ২০২৬

বিনা পয়সার সার্কাস

ভোট বড় বালাই। পরিচারিকার কাজ থেকে ক্ষৌরকর্মের কাজ। চপ ভাজা থেকে গৃহস্থের মাটিতে পাত পেড়ে খাওয়া। লাঙল চষা থেকে গাছ কাটা। পুকুরে নেমে সাঁতার কাটা থেকে পাড়ার গলিতে ক্রিকেট খেলা। মাটি কোপানো থেকে জল বয়ে আনা। বেসুরো গলায় গান থেকে ধেই ধেই নাচ। পাঁচালী থেকে গীতা ভোটারদের বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বিনা পয়সার এক আজব সার্কাস বিধানসভা নির্বাচনের আগের কটা দিন উপভোগ করছেন বাংলার মানুষ। বেশ লাগছে, ভালোই লাগছে। একটা মাস নাটক হবে। তারপর পাঁচ বছর ঠ্যাং এর উপর ঠ্যাং দিয়ে আরাম আয়েস আর...

বেজে গেলো ভোটের দামামা

নিজস্ব সংবাদদাতা: তিনশোর বেশি ভোটার রয়েছে এমন এমন আবাসনে এবার ভোট গ্রহণ কেন্দ্র করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন।সেই অনুযায়ী এবারের বিধানসভা নির্বাচনে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় আবাসনে ১৪ টি বুথ করা হয়েছে।এছাড়া জেলার ৩৩ টি বিধানসভার প্রতিটিতেই দুটি করে মডেল বুথের পাশাপাশি ১ হাজার ১২৬ টি মহিলা বুথ হয়েছে। কোন রাজ্য সরকারি কর্মী,পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং,স্বশাসিত সংস্থা সহ স্থানীয় প্রশাসনিক দপ্তরের কোন কর্মী যদি নির্বাচনে কোনভাবে বাঁধা সৃষ্টি করেন,সেক্ষেত্রে তাঁর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের পাশাপাশি প্রয়োজনে এফ আই আর দায়ের করা হবে বলেই শুক্রবার জানিয়ে দিয়েছেন জেলাশাসক শিল্পা গৌরিসারিয়া। তিনি জানিয়েছেন,এবারের নির্বাচন হবে হিংসামুক্ত।কোন ভাবেই বুথ জ্যাম, ছাপ্পা ভোট দেওয়া থেকে ভোটারদের ভয় দেখানো,তাদের ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে বাঁধা সৃষ্টি করা কোন ভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।এরজন্য কমিশনের গাইড লাইন মেনে ইতিমধ্যেই কাজ শুরু হয়েছে।

এবার জেলায় মোট বুথের সংখ্যা ৮ হাজার ৭২৬। অকজিলারি বুথ হবে ১৯৭ টি।তবে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও স্পর্শকাতর এবং অতি স্পর্শকাতর বুথের সংখ্যা জানানো হয় নি। তবে,স্পর্শকাতর বুথে বাড়তি নজরদারি রাখা হবে বলেই জানিয়েছেন জেলাশাসক।প্রতিটি বুথে চার জন করে থাকবেন ভোট কর্মী।রিজার্ভ ভোট কর্মীও থাকবে।

বিধানসভা নির্বাচন ২০২১

১১৮ মধ্যমগ্রাম বিধানসভা, মোট ভোট ২লক্ষ ৪২ হাজার ৪২৫

প্রার্থী	দল	ভোট	ভোট %
রথীন ঘোষ	তৃণমূল কংগ্রেস	১,১২,৭৪১	৪৯.৬
রাজশ্রী রাজবংশী	বিজেপি	৬৪৬১৫	২৮.৪
বিশ্বজিৎ মাইতি	আরএসএমপিএ	৪৬,৭৪৮	২০.৬
হিমাংশু মণ্ডল	বিএসপি	১,৬৬৭	০.৭
সইফুদ্দিন মণ্ডল	নির্দল	৮৬৯	০.৪

বিচারব্যবস্থারও এসআইআর পদ্ধতি সামলানোর দূরদৃষ্টি ছিল না!

অপরাধ নেবেন না হুজুর

পারমিতা ভট্টাচার্য

দেশে যে তিনটি স্তম্ভ রয়েছে- প্রশাসন, লেজিসলেটিভ ও বিচারব্যবস্থা, তার মধ্যে বিচারব্যবস্থাই সব থেকে বেশি শক্তিশালী বলেই মনে করা হয়। তার কারণ কোন নেতা মানে লেজিসলেটিভের কোন সদস্য তাকে কিন্তু বিচার পাওয়ার জন্য এখানেই আসতে হয়। অন্যদিকে খুব কম সংখ্যক বিচার বিভাগের অফিসারের বিরুদ্ধে এই লেজিসলেটিভ শাস্তি পদ্ধতিতে যায়। প্রশাসন এর থেকে অনেক দূরে। তাদের সেই সরাসরি ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতাটাই নেই। তারা কলকাঠি নাড়ে পর্দার আড়ালে থেকেই। ফলে বিচার ব্যবস্থা আমাদের দেশে বোঝায় সর্বোচ্চ শক্তিশালী স্তম্ভ। কিন্তু এস আই আর হওয়ার ফলে যেটা দেখা গেল বিচারব্যবস্থা বুদ্ধিমত্তা অর্থাৎ এর সঙ্গে যুক্ত যেসব নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা কতটা মাটির কাছাকাছি (practical at ground level) তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে

প্রশ্ন ১) আমাদের দেশে সুপ্রিম কোর্ট বোধ হয় জানতেনই না যে এই ধরনের একটা পদ্ধতি করতে গেলে কতজন বিচারক লাগে বা কি করতে হয়। ফলে যেটা হল বিচার প্রার্থী মানুষের যা বিচারাধীন রয়েছে সুপ্রিম কোর্টেরও কিছু এল গেল না কোর্টের বিচারকদেরও কিছু এলোনা আদালতের বিচারকদেরও কিছু এলোমেলো না দাঁড়াতে দৌড়ে মরল সেই বিচারাধীন বা বিচার প্রার্থীরাই। এতে বোঝা যায় কতটা দূর দৃষ্টিহীন আমাদের এই বিচার ব্যবস্থা। তাদের বোঝা উচিত ছিল পশ্চিমবাংলায় এত বিচারকই নেই যারা বিবেচনাধীনদের বিচার করে। তাই আশেপাশে ঝাড়খন্ড থেকে ধার করে বিচারক এনে ত্বকের একটা টিম তৈরি করে এই ব্যবস্থা শেষ করতে হলো। এই বিচারাধীন বা বিচার প্রার্থীরা তো আর উল্টোদিকের সুপ্রিম কোর্টের বা হাইকোর্টের জজদের প্রশ্ন করতে পারছে না - কেন আমাদের মুখে পড়তে হল। কেন রাজ্য বা কেন্দ্রের সাংবিধানিক পদে থাকা জনগনের করের টাকায় মাইনে ও মোটা টাকা পাওয়া সরকারি কর্মচারীরা সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন না।

আসলে আমাদের সংবিধানে বিপজ্জনক হয়ে উঠছে যেখানে বিচারব্যবস্থার কৈফিয়ত দেওয়ার দায় বদ্ধতাই থাকছে না।

প্রশ্ন ২) এর ফলে যে লাখ লাখ বিচারাধীন বা বিচারপ্রার্থীরা আদালতে গিয়ে হয়রানি হলেন সেটা কে দেখবে। আসলে আমাদের বিচার ব্যবস্থাটা একটা জমিদারি প্রথার মতন তৈরি হয়ে গেছে। বেশ করব, শেষ কথা বলি আমরা, আমরাই সবথেকে শক্তিশালী এমন একটা ধারণা তৈরি হয়েছে লোকের মধ্যে। বাকি বিচারপ্রার্থী বা বিচারাধীনরা তো কুকুর বিড়াল তারা যখন বিচার পাবে পাবে। পেলেও হল, না পেলেও আসলে এই ক্ষোভের মধ্যেই রয়েছে যারা এই বিচার ব্যবস্থার অন্যতম অঙ্গ তারা মনে করেন না যে দিনের পর দিন প্রার্থীদের বা বিচারাধীনদের হয়রানি করলে এই বিচার ব্যবস্থাটার উপর থেকেই তাদের ভরসা উঠে যাবে তৈরি হবে একটা নৈরাজ্যের বাতাবরণ। সার প্রক্রিয়া সেদিকেও অঙ্গুল তুলে দেখিয়ে দিয়েছে।

কমিশনের সি ই ও, মনোজ আগরওয়াল জানিয়েছেন এই নামগুলির মধ্যে কত থাকছে আর কত বাদ যাচ্ছে তা আপলোড করার তথ্য হাই কোর্টের তরফে পাঠানোর পরেই পরিষ্কার হব। নির্বাচন কমিশনের দাবি আগামী ৬ এপ্রিল অর্থাৎ প্রথম দফার ভোটের আগেই বিচারাধীন থাকা মোট ৬০ লক্ষ নামের সমাধানের চেষ্টা চলছে। তিনি জানিয়েছেন সোমবার বিকেলের দিকে এই তথ্য হাই কোর্ট তুলে দিয়েছেন তাদের দেওয়া ওই তথ্য প্রক্রিয়াকরণ করে আপলোড করতে ৪ থেকে ৬ ঘন্টা সময় লেগে যেতে পারে। তার জন্যই রাতে তথ্য আপলোড করতে হলো। এখানেও সেই দূরদর্শিতা অপ্রতুলতা ও সিদ্ধান্তহীনতা চোখে পড়ল।

দুঃস্থদের সাহায্য সরকার ফাউন্ডেশনের

জগন্নাথ রায়: মঙ্গলবার "সরকার ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট" এর উদ্যোগে গড়িয়া স্টেশনে এলাকার পিছিয়ে পড়া পরিবারের ছাত্র -ছাত্রীদের বই খাতা প্রদান করা হয়।এছাড়াও দুস্থ মহিলাদের সেলাই মেশিন দেওয়া হয়।উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের ট্রেজারার রিয়া সরকার,ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান কমলাক্ষী সরকার, সেক্রেটারি সুধাংশু কিশোর সরকার সহ বিশিষ্ট জনেরা। এই ফাউন্ডেশন আগামীতে আরও ভালো কাজ করবে এই আশা রাখি।

আব্দালপুর-চৌমাথা টোটো ইউনিয়নের উদ্যোগে রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হল ২৯ মার্চ। উপস্থিত ছিলেন রথীন ঘোষ, সুকুমার মণ্ডল প্রমুখ।

আপনার এলাকার
খবর ও বিজ্ঞাপনের
জন্য যোগাযোগ করুন
8583007758

বিধানসভা ভোটের প্রচারে প্রার্থীরা

ভর্তি চলছে

আপনার শিশুর ভবিষ্যতে গড়তে

KOLKATA YOUTH COMPUTER ACADEMY
MADHYAMGRAM
KOLKATA- 132

কলকাতা
ইউথ কম্পিউটার অ্যাকাডেমি

Run by : শতাব্দীর কলকাতা ফাউন্ডেশন

DIT | TALLY+GST+ACCOUNTS | HTML

COREL DRAW+PHOTOSHOP WITH DTP | C or C++, Java, Python

Logo, Scratch | POWER BI

মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও ডিগ্রি কোর্সের ছাত্র-ছাত্রী সহ ক্লাস ২ থেকে ৯ অবধি
১ টি কম্পিউটারে ১ জন করে অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর দ্বারা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

কোর্স শেষে সরকারী সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

নবজাগরণ সংঘ, নন্দন কানন, দোলতলা, মধ্যমগ্রাম, কোলকাতা- ১৩২
ফোন: 8420323559

স্বত্বাধিকারী অঞ্জনা খাঁ কর্তৃক ১ নং শ্রীনগর, মধ্যমগ্রাম, কলকাতা-৭০০১২৯ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক বিসিপি কম্পিউটারস্, ১/১৩, কে.এন.সি রোড, অশোক মার্কেট-২, বারাসত, কলকাতা-১২৪ হইতে মুদ্রিত।
প্রধান সম্পাদক: সুকুমার মণ্ডল সম্পাদক: সঞ্জীব চাকী

Printed, Published and Owned by Anjana Khan, Published from 1 No. Sreenagar, Madhyamgram, Kolkata- 129 and Printed at BCP Computers, 1/13, K.N.C. Road, Ashok Market-2, Kolkata- 124.
Contact No.: **8583007758** / Whatsapp No.: **9804160667**, E-mail: **shatabdirkolkata2014@gmail.com**
Editor in Chief: Sukumar Mandol **Editor: Sanjib Chaki**